দৈনিক সংবাদ

তারিখ 4 AUG 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ এবং রুদ্ধ দ্বার

১৯৮০ সালে দুমকীতে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর সেখানে শুধুমাত্র ছাত্রদের ভর্তি করা হচ্ছে। এই কলেজটি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং চার বছর কোর্স শেষ করে প্রতি বছর কৃষি গ্রাজুয়েটরা বের হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এখানে কেবলমাত্র ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। ছাত্রীদের জন্য সেখানের দরজা অবরুদ্ধ, বলতে গেলে নিষিদ্ধ। প্রতিবছর বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনাসহ দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহ থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে কৃতিত্বের সাথে। বরিশাল থেকে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দূরে বলে অভিভাবকগণ মেয়েদের সেখানে পাঠাতে চান না। আবার বরিশাল থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরের পটুয়াখালী কৃষি কলেজে অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের পড়তে দিতে চাইলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ সে অধিকার বন্ধ করে রেখেছেন। যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ মাত্র ১০ জন করেও মেয়েকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিতেন প্রতিবছর তাহলেও অন্তত সেই দশ জনতো সুযোগ পেতেন উচ্চ শিক্ষার। ছাত্ররা না হয় দূর দূরান্তে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে, কিন্তু এই দক্ষিণাঞ্চলীয় মেয়েদের কি হবে, একবার কি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন? এর আগেও আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন করেছি, কিন্তু তারা কোন জবাব দেননি। কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, তাদের আবাসিক হল না থাকার কারণে ছাত্রী ভর্তি করবেন না। অথচ একথা সবাই জানে যে, কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রই হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। তাহলে কেন এই অজুহাত শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে? আমাদের আবেদন কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার এই রুদ্ধ দ্বার খুলে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের গাছতলায় থেকেও লেখাপড়া করতে বলেন তাহলেও আমরা রাজি আছি। তবুও আমরা কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের জন্য কিছু করতে চাই।

দিলরুবা আখতার, বিলকিস চৌধুরী, সুমনা, মুন্নী, পাপিয়া, শান্তা, রেহানা,

কাউনিয়া, বরিশাল।